জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র ■ ২৮ এপ্রিল ২০২৪ ■ ১৫ বৈশাখ ১৪৩১ ■ সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বাণী

মেহনতী পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ে বাংলা ধর্মগ্রন্থসমূহে সুচিন্তা লক্ষ্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষে বিশ্বের সকল প্রান্তেরই মানুষের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বিশ্বায়িত ও শহরের প্রতিনিয়ত 'নতুন প্রযিক্তি, পেশাজ কর্মপরিবেশ' গড়ে তুলতে স্মার্ট বাংলাদেশ' স্বপ্নের প্রত্যয়ে আমি আশা করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মসূত্রে মেহনতি, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর সদস্যপদ লাভ করে। একই বছর তিনি প্রথমবারের ঘোষণা করেন এবং আইএলও'র ৪টি মৌলিক কনভেনশনসহ মোট ১৯টি কনভেনশনের অনুসমর্থন করেন। কলকারখানার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং প্রথমবারে মানুষের পেশাগত নিরাপত্তা ও আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা সরকারের গণপ্রশাসন সকল শিল্প ব্যবিসমূহে উৎসিত করিছি। সরকার পেশাগত সকল খাতের প্রথমবারে মানুষের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সামগ্রিক কলাসংস্কৃতির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। নিরাপদ ও পেশাজ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে করা 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬' এবং 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫' প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট ও উন্নত অর্থনীতির দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে অর্জনে সরকার বাংলা উন্নয়ন নির্ভরতা ধরে করেছে। এ সকল কলাসংস্কৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার বাস্তবায়ন ও মনিটরিং উপযোগীকরণের বৃদ্ধিতে জাতীয় আই-লোগোসহ কাজ পেশাজ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের বিস্তৃত দেই। বিশেষ এক লক্ষ্যে দেশে শিল্প-কারখানার সংখ্যা বহুলকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীনতি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে এবং অবিলম্ব প্রযুক্তির সাথে অধিযোজন করার লক্ষ্যে সরকার-মালিক-শ্রমিকের সমন্বিত উদ্যোগ প্রশংসনীয়। কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে পেশাজ্ঞানের মাধ্যমে উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। পেশাজ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে নেশীয় ও বৈশ্বিক প্রযোগ অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাবিধি অনুশীলনকে জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে গড়ে তোলার কার্যক্রম অব্যাহত। এ লক্ষ্যে অর্জনে আমি সরকার, মালিক, শ্রমিকসহ সকল উন্নয়ন অংশীজনকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪' উপলক্ষে সুচিন্তা সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোন্দকার মোশাররফ হোসেন, বাংলাদেশ ডিজাইনীর চেয়ে।

মো: সাইফুজ্জামান

বাণী

প্রযিক্তিবহুরের সাথে একাতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪' উদ্যাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্বসহ উন্নয়নের সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন সকল প্রজাতিরই যে মেহনতি মানুষের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বিশ্বায়িত এবংসের প্রতিনিয়ত 'নতুন প্রযিক্তি, পেশাজ কর্মপরিবেশ' গড়তে স্মার্ট বাংলাদেশ' স্বপ্নের প্রত্যয়ে আমি আশা করি।

সর্বজনশ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সারা জীবন বাংলাদেশ শ্রমজীবী প্রতিক্ষণ কল্যাণের নিমেশ জন্যে নিরেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের শ্রমিকদের অধিকারের অধিকারের অধিকারে করেছেন। শ্রমিকদের শ্রমিক সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বাংলাদেশের শ্রমিকদের জন্য প্রথমবারে মতো প্রণয়ন করেছেন ১৯৭২ সালের ২৭ নভেম্বর প্রথমবারের মতো প্রথমবারে ঘোষণা করেন। শিল্প প্রতিষ্ঠান মজুরি অধিকার গঠন, বিভিন্ন শ্রেষ্ঠের প্রশাসন মজুরি নির্ধারণ, প্রায় পরিমাণ চুক্তিপত্র, জাতীয় প্রায় উৎপাদন বোর্ড গঠনসহ অন্যান্য কল্যাণের প্রবর্তন করেন। জাতির পিতার উদ্যোগে বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে আইএলও-এর সদস্যপদ লাভ করে।

আমাদের বীর সন্তানরা জাতির পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিবছরের জন্য পেশাজ কর্মপরিবেশ সুরক্ষা এবং অটোমেশন মজুরি, সুরক্ষা ও কল্যাণের জন্যে তিনি বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন ও বাস্তবায়ন করেছেন। আমরা 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৫' ও 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫' প্রণয়ন করেছি। এর বিস্তার আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও প্রটোকলের নিরিখে প্রতিক্ষণ, মালিক ও কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কল্যাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজশাহীতে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হয়েছে। নিরাপদ ও পেশাজ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রায় পরিদর্শন ব্যবস্থা ডিজিটালাইজেশন ও মোবাইল করা হয়েছে। প্রতিবেদন নিরিক্ষণের, অডিশন সহায়তার উন্নয়নিমিত্ত প্রবর্তন করেছি। কর্মপরিবেশ প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ কমিটিগুলোর ও দ্বৈপক্ষিয় অংশীজনের সমন্বয়ে পেশাজ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করছে। সরকারের সহযোগিতায় ও অংশীজন সহযোগিতায় সকল কর্মপরিবেশগত প্রতিবেদন জীবনমানের উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

আগামীর সরকারের নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরন্তরভাবে প্রয়াস ও কাজ অব্যাহত থাকে। পেশাজ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা কর্মক্ষেত্রে প্রতিবেদন অধিকারের ও মেহনতি মানুষের স্বাস্থ্য পরিবার ও কাজ অধিকার আছে। প্রাকৃতিক মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন কাজ-এর লক্ষ্যে সরকার স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের প্রকল্পগুলো 'স্মার্ট উন্নয়নের পথে' অভিযাত্রা করে